ওশান ক্রুজ পর্যটন সম্পর্কিত গাইডলাইন

২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

বিশ্বব্যাপী ক্রুজ শিল্প ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীক থাকলেও শেষ দশক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়া এবং ওশেনিয়া অঞ্চল প্রধান ক্রুজ অঞ্চল হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। SASEC-ভুক্ত পাঁচটি সামুদ্রিক দেশ, যেমনঃ বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, মিয়ানমার এবং শ্রীলঙ্কায় এটি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বর্তমানে আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা সমুদ্র পথে আন্তর্জাতিক ক্রুজশিপ এর রুট এবং ডেসটিনেশন হিসেবে SASEC-ভুক্ত দেশগুলোকে বেছে নিচ্ছে। বাংলাদেশে ওশান ক্রুজ পর্যটন বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণীয় স্পট হিসেবে বিদেশী পর্যটকদের নিকট সুন্দরবন, মহেশখালী, সোনাদিয়া এবং সেন্টমার্টিন সমাদৃত। "ওশান ক্রুজ পর্যটন গাইডলাইন"- এ সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন আকর্ষণসমূহ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিপণনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

ওশান ক্রুজ পর্যটন (Ocean Cruise Tourism): অবকাশ যাপন এর উদ্দেশ্যে প্রমোদতরীতে (Cruise Ship) সমুদ্রের নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করাই হল ওশান ক্রুজ পর্যটন।

সামুদ্রিক পর্যটন (Marine Tourism): সমুদ্র, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল এবং দ্বীপ ভ্রমণসহ জলভিত্তিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমনঃ স্কুবা ডাইভিং, ওয়াটার স্কিইং, সামুদ্রিক প্রাণী দেখা, উইন্ডসার্ফিং ইত্যাদি উপভোগ করার জন্য ভ্রমণ করাকেই সামুদ্রিক পর্যটন বলে।

উপকূলীয় পর্যটন (Coastal Tourism): উপকূলীয় পর্যটন বলতে শুধুমাত্র সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণসহ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিনোদন কর্মকান্ড যেমনঃ সাঁতার, সার্ফিং, সূর্য স্নান, বীচ কার্নিভ্যাল, বীচ খেলা, লাইভ কনসার্ট, মেরিন একুরিয়াম ও মেরিন মিউজিয়াম উপভোগ এবং অন্যান্য সমুদ্র সৈকতভিত্তিক পর্যটন ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়।

৩. ওশান ক্রুজ পর্যটনের বৈশিষ্ট্য

ওশান ক্রুজ ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের অন্যতম প্রাণবন্ত এবং দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত যার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান উপ-খাতগুলোর মধ্যে ওশান ক্রুজ পর্যটন অন্যতম।

খ. ওশান ক্রুজ পর্যটন বিনোদন, পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান এবং পর্যটনের নানা কর্মকান্ড উপভোগ এবং নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণের অন্যতম মাধ্যম।

গ. ওশান ক্রুজ ভ্রমণের মাধ্যমে ক্রুজশিপে পাঁচতারকা মানের সেবা যেমনঃ সুস্বাদু খাবার, আরামদায়ক বাসস্থান, সিনেমা থিয়েটার, কালচারেল শো, কনফারেন্স, পার্টি, বার, সুইমিং পুল, খেলাধুলা ও ইভেন্ট, বিনোদন, ব্যক্তিগত বিনোদন প্রোগ্রাম ইত্যাদির আয়োজন থাকে।

ঘ. ওশান ক্রুজ ভ্রমণের মাধ্যমে পর্যটকরা একই সাথে সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় উভয় আকর্ষণ উপভোগ করতে পারে।

ঙ. ওশান ক্রুজ পর্যটন দেশের রাজস্ব আয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল এবং পর্যটন গন্তব্য হিসেবে দেশকে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত করে।

চ. ওশান ক্রুজ পর্যটন অন্তর্ভুক্তি মূলক পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪. উদ্দেশ্য

এই গাইডলাইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের সীমানার বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে ওশান ক্রুজ পর্যটন এর প্রবর্তন এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এটি সমুদ্রভ্রমণের মাধ্যমে সমুদ্র ও উপকূলীয় পর্যটন সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এই গাইডলাইনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

ক. সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ওশান ক্রুজ পর্যটন চালু করা।

খ. আন্তর্জাতিক ওশান ক্রুজ পর্যটনের আইনগত বিষয়সমূহ সমাধানের জন্য একটি পথনির্দেশ করা।

গ. আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক পর্যটন কার্যক্রম এবং উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

ঘ. ওশান ক্রুজ পর্যটন পরিচালনার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত করা।

৫. ওশান ক্রুজ পর্যটনের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ

International Tribunal of the Law on the Sea (ITLOS) কর্তৃক ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এবং United Nations Permanent Court of Arbitration (UNPCA) কর্তৃক ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি. এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমুদ্র ভ্রমণ ও সামুদ্রিক ও জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমনঃ তিমি, কুমির, বিভিন্ন প্রজাতির ডলফিন, কচ্ছপ এবং অন্যান্য পর্যটন আকর্ষণ উপভোগের পাশাপাশি এদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ১৯ (উনিশ)টি জেলার পর্যটন আকর্ষণ, দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, বিস্তীর্ন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, আকর্ষণীয় দ্বীপ, এবং বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাঞ্চলে সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড ইত্যাদি উপভোগের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে ওশান ক্রুজ পর্যটন। এছাড়াও বাংলাদেশের বেশিরভাগ পর্যটন স্থানগুলো উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত যেখানে ওশান ক্রুজ পর্যটন, পর্যটকদের জন্য একটি নতুন আকর্ষণ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে (পরিশিষ্ট ‘ক’)। সামদ্রিক প্রমোদতরী পর্যটনের চাহিদা তৈরির জন্য সম্ভাব্য আকর্ষণসমূহ চিহ্নিত ও ডকোমেন্টেশন প্রয়োজন।

৬. ওশান ক্রুজ পর্যটনে পর্যটকদের জন্য বিনোদন সুবিধা

বাংলাদেশের সৌন্দর্য অবলোকনের অন্যতম উপায় হল এর প্রধান উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক অঞ্চলে ভ্রমণ যা পর্যটকদের সবুজ ভূমি, সমুদ্র ও পাহাড়ের রহস্যময় সৌন্দর্য উন্মোচনের আকর্ষণীয় মাধ্যম। অবকাশ যাপনের পাশাপাশি জাহাজে অন্যান্য বিনোদন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হলে বিপুল সংখ্যক পর্যটককে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে আকৃষ্ট করবে। সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পাশাপাশি জাহাজে পর্যটকদের জন্য উপযুক্ত বিনোদন সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে (বিঃ দ্রঃ পরিশিষ্ট-খ)।

৭. আন্তর্জাতিক ওশান ক্রুজশিপে সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহঃ

বিদেশী কোন সি’ক্রুজ বাংলাদেশকে গন্তব্য হিসেবে বেছে নিলে পর্যটন সেবা প্রদানে নিম্নবর্ণিত সরকারি-বেসরকারি অংশীজন/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়ে থাকেঃ

ক. বেসরকারি ট্যুর অপারেটরগণ সি’ক্রুজের বাৎসরিক সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে অবহিত করে থাকে।

খ. সফলভাবে সি’ক্রুজ ট্যুরিজম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে।

গ. কোন আন্তর্জাতিক সি'ক্রুজ বাংলাদেশে প্রবেশ, বন্দর ব্যবহার এবং বিদেশী পর্যটকদের বাংলাদেশে ভ্রমণের অনুমতি, ভিসা ইস্যু এবং অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য বেসকারি ট্যুর অপারেটরগণ ট্যুর আইটানারী এবং পর্যটকদের তথ্যাদিসহ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে আবেদন করে থাকে।

ঘ. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বেসরকারি ট্যুর অপারেটরের আবেদন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে থাকে।

ঙ. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন-এরাইভাল ভিসা ইস্যুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে এন.এস.আই, ডি.জি.এফ.আই, কোস্ট গার্ড, ইমিগ্রেশন অফিস, নৌবাহিনী, জেলা পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন পৃথক পৃথক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

চ. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পেয়ে বনবিভাগ (সুন্দরবন ভ্রমণের ক্ষেত্রে), সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, এনবিআর (কাস্টমস সেবা) এর অনুমতি/সেবা গ্রহণের জন্য সমন্বয় করা হয়।

৮. ওশান ক্রুজ পর্যটন উন্নয়নের গাইডলাইন

বাংলাদেশের ওশান ক্রুজ পর্যটনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পরিবেশকে বিনষ্ট না করে দেশীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য সমুদ্রে প্রমোদতরী চালু এবং পরিচালনা করা। সফলভাবে ওশান ক্রুজ পর্যটন চালু করার জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশিকাগুলো অনুসরণ করাঃ

ক. ক্রুজ পর্যটনকে পর্যটন পণ্য হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সমুদ্র বন্দরকে আধুনিকায়ন এবং পর্যটন বান্ধব করতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন।

খ. ক্রুজ পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

গ. সমুদ্রপথে বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের ভিসা নীতি সহজ করা। ভিসা নীতিমালায় বিমানবন্দর এবং বর্ডার এন্ট্রি পয়েন্টের সাথে সমুদ্রবন্দর অন্তর্ভুক্ত করা। অন-অ্যারাইভাল ভিসা, অনবোর্ড ইমিগ্রেশন এবং ক্রুজ জাহাজে অনবোর্ড কাস্টমস সুবিধা নিশ্চিতকারী প্রক্রিয়া তৈরি করা। এটি উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক সাইটগুলোতে পর্যটকের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলবে।

ঘ. বাংলাদেশে আরও বেশী ওশান ক্রুজ আনয়নে বেসরকারী ট্যুর অপারেটরদের উৎসাহিত করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, বনবিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের দ্রুত অনুমতি প্রাপ্তি ও প্রয়োজনীয় সার্ভিস সহজীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন এবং One stop service solution চালুকরণ।

ঙ. ক্রুজ শিপের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভ্রমণের নিমিত্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন ডেসটিনেশন ও আকর্ষণ ও উপকূলীয় চ্যানেল চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নে সমীক্ষা পরিচালনা করা।

চ. গভীর সমুদ্রবন্দরে ক্রুজের সহজ নোঙরের ব্যবস্থা করা। সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের জন্য একটি হাব এবং নোঙ্গার স্থান (Anchoring Point) তৈরির জন্য দ্বীপপুঞ্জের মধ্য থেকে যেকোন একটি দ্বীপ নির্বাচন করা।

ছ. কোস্টগার্ড, ট্যুরিস্ট পুলিশ, জেলা পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাকে অবশ্যই সহযোগিতামূলক ও সমন্বিত উপায়ে কাজ করা এবং পর্যটকদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

জ. ক্রুজ জাহাজের জেটি, ফেন্ডার (Fender), এ্যাংকরিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্দর সুবিধা তৈরি করা।

ঝ. জাহাজের বর্জ্য নিরাপদে সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সেগুলো অনুমোদিত বর্জ্য অপসারণের এলাকায় নিষ্কাশন করা।

ঞ. ক্রুজ পর্যটনের জন্য জাহাজে পরিবেশবান্ধব সুযোগ-সুবিধা থাকা। যেমনঃ জাহাজে পুনর্ব্যবহার এবং কম্পোস্ট ফিচার ব্যবহার করা, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পানির বোতল, পাত্র ও ব্যাগ ব্যবহার করা।

ট. জলজপ্রাণী দেখার জন্য সুরক্ষিত এলাকায় অনুপ্রবেশ পরিহার করা। সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রজনন স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।

ঠ. জলজ প্রাণী দেখার জন্য নৌকায় সহনীয় মাত্রার শব্দবিশিষ্ট প্রোপেলার ব্যবহার করা এবং সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেখার সময় ইঞ্জিন বন্ধ রাখা, কারণ ইঞ্জিনের শব্দ সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে পারে।

ড. কচ্ছপ, তিমি, হাঙ্গর, ডলফিন এবং বিপন্ন প্রজাতির মাছের মতো সামুদ্রিক প্রাণীদের স্পর্শ করা থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর নিয়ম করা।

ঢ. উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা।

ণ. আঞ্চলিক গন্তব্য SASEC ভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা SASEC ভুক্ত দেশগুলোর নিয়মিত সভা আয়োজন করে বাংলাদেশকে অন্যতম গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

ত. SASEC দেশসহ Cruise Line Industry Association ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ক্রুজ ট্যুরিজম বিষয়ে আঞ্চলিক সমন্বয় এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

থ. ক্রুজ পর্যটন বিপণনে আন্তর্জাতিক মেলা-সেমিনার ও ওয়ার্কসপে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে অধিকতর সহজ গন্তব্য হিসেবে প্রচার করা।

দ. SASEC দেশসহ Cruise Line Industry Association ভুক্ত দেশসমূহের ক্রুজ ট্যুরিজমের ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

ধ. জাতীয় পর্যায়ে ক্রুজ পর্যটন নীতি এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

ন. ক্রুজ পর্যটন সেবায় নিয়োজিত সকল সরকারী ও বেসরকারি অংশীজন ও সংস্থা ও দেশীয় ক্রুজ অপারেটরের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

প. SASEC-ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ক্রুজ পর্যটন চুক্তি সাধন অথবা সম্পাদিত চুক্তি কার্যকর করা। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ক্রুজ পর্যটন SOPs and exchange প্রোগ্রাম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা।

ফ. ক্রুজ পর্যটন বিষয়ক দেশী বিদেশী মেলা, কনফারেন্স, সভা, ডায়লগ-এ অংশগ্রহণ করা।

ব. বাংলাদেশে অবস্থিত SASEC দেশসহ Cruise Line Industry Association ভুক্ত দেশসমূহের হাইকমিশন/এম্বাসির সাথে ক্রুজ পর্যটন বিকাশে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

ভ. ক্রুজ শিল্প জাহাজ এবং গন্তব্যে উপকূলে পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে থাকে। ক্রুজ পর্যটন বিকাশে বন্দরে সবুজ চর্চা (green practices)করা।

ম. মংলা বন্দরকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে একটি ক্রুজ বন্দর হিসেবে গড়ে তোলা।

য়. ক্রুজ পর্যটন বিকাশের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং আন্ত-আঞ্চলিক ক্রুজ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া।

র. পিপিপির মাধ্যমে দেশীয় এবং আন্ত-আঞ্চলিক ক্রুজ পর্যটন বিকাশের দিকে মনোনিবেশ দেয়া।

ল. ক্রুজ পর্যটন বিকাশের জন্য আধুনিক ক্রুজশিপ ক্রয়, প্যাকেজ ট্যুর চালু এবং ক্রুজ বন্দর উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।

ব. SASEC দেশসহ Cruise Line Industry Association ভুক্ত দেশসমূহের সমুদ্র পর্যটনের ডাটাবেজ তৈরি করা।

শ. ক্রুজ পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণীয় ডেসটিনেশন হিসেবে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং ও প্রমোট করার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং এটুআই'কে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

ষ. সমুদ্র তীর ও উপকূলীয় অঞ্চল টেকসই করণে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে যৌথ ভাবে কাজ করা।

স. বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের (আইল্যান্ড হপিং) ব্যবস্থা করা।

৯. ওশান ক্রুজ পর্যটন বিপণনের জন্য নির্দেশনা

ক. স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে উপকূলীয় অঞ্চলের স্থানীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রচার করা।

খ. একটি তথ্যবহুল ওয়েবসাইট ও ডাটাবেজ তৈরি করা যেন পর্যটকরা সহজেই সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য পেতে পারে। যেমনঃ ওশান ক্রুজ পর্যটন রুট (জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক), ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত সময় এবং বিশেষ ক্রুজিং প্যাকেজ, পর্যটন আকর্ষণ, বিনোদন কার্যক্রম, পর্যটন সেবা প্রাপ্তি পদ্ধতি, ট্যুর অপারেটরদের তালিকা ইত্যাদি ।

গ. ক্রুজ পর্যটন প্রসারে টিভিসি, অভিসি, প্রিন্টিং ব্রুসিউর, ই-নিউজ লেটার, ই-ব্রুসিউর ইত্যাদি তৈরি ও প্রচার করা।

ঘ. ক্রুজ পর্যটন প্রচার ও প্রসারে সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল মার্কেটিং প্লাটফর্ম ব্যবহার করা।

ঙ. ট্যুর অপারেটর এবং ট্রাভেল এজেন্সির মতো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের মাধ্যমে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন প্যাকেজ প্রচার করা ।

১০. ওশান ক্রুজ পর্যটন উন্নয়নে সহায়তাকারী কমিটি

সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং এই নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য, 'জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি' নামে নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করাঃ

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সভাপতি)

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৩. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৪. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৫. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৬. সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)

৭. জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)

৮. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৯. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিনিধি (সদস্য)

১০. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (BSC) প্রতিনিধি, সদস্য

১১. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি (সদস্য)

১২. মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৩. পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৪. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশনের (BIWTC) প্রতিনিধি, সদস্য

১৫. বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৬. নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৭. সামুদ্রিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৮. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের গভর্ণিং বডির একজন সদস্য (সদস্য)

১৯. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (সদস্য)

২০. ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের প্রাসঙ্গিক স্বীকৃত সংস্থার প্রতিনিধি (সদস্য)

২১. ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রতিনিধি (সদস্য)

২২. ক্রুজ শিপ ব্যবসার উদ্যোক্তা (সদস্য)

২৩. বিশিষ্ট জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক/সম্পাদক (সদস্য)

২৪. উপ-পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, বিটিবি, (সদস্য-সচিব)।

কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তাগণ যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার অধিকারী হবেন। সফলভাবে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন পরিচালনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য স্টিয়ারিং কমিটি উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক. আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

খ. স্থানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষ, জাহাজ মালিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

গ. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের জন্য সম্ভাব্য রুট এবং এ্যাংকরিং সাইটগুলো (Anchoring Sites) চিহ্নিত এবং উন্নত করা।

ঘ. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।

ঙ. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদেরকে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে উৎসাহিত করার কার্যক্রম গ্রহণ।

চ. জাহাজ চলাচলের জন্য সমন্বিত সমুদ্র পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা চুক্তি সম্পাদন করা।

ছ. আঞ্চলিক সমন্বয় ও সহযোগিতা গড়ে তোলা।

জ. প্রতিবেশী দেশ যেমনঃ ভারত, মায়ানমার, মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের যোগাযোগ সম্প্রসারণ।

ঝ. দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে গন্তব্যস্থলের জন্য যৌথ প্রচার এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সমুদ্র পর্যটন চুক্তি সম্পাদন করা।

ঞ. এ্যাংকরিং পয়েন্ট, উপকূলীয় স্থান এবং বন্দর এলাকায় অবকাঠামোগত এবং পর্যটন সুবিধা গড়ে তোলা।

ট. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে পরিবেশবান্ধব অনুশীলন প্রণয়ন করা।

ঠ. সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী, পানিসম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা।

ড. সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঢ. পর্যটকদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

ণ. বাংলাদেশকে একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা ও উপস্থাপন করা।

কমিটির সভা বছরে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে। সভার স্থান, তারিখ এবং সময় কমিটির চেয়ারম্যান দ্বারা নির্ধারিত হবে। কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট (Co-opt) করতে পারে।

১১. তহবিল এবং বাজেট

ওশান ক্রুজ পর্যটন পরিকল্পনা এবং গাইডলাইন বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট বাজেট থাকবে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করবে। কমিটি সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তহবিল অনুমোদনের ব্যবস্থা করবে। সমস্ত ব্যয় সরকারের আর্থিক নিয়ম এবং প্রবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ওশান ক্রুজ পর্যটন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে নিশ্চিত করাঃ

ক. ওশান ক্রুজ পর্যটন উন্নয়ন এবং এ সংক্রান্ত সমন্বিত বিপণন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পর্যাপ্ত বাজেট রাখা।

খ. পর্যাপ্ত তহবিল থাকা সাপেক্ষে বেসরকারি খাতকে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা প্রদান।

গ. ওশান ক্রুজ পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্পে সহ-অর্থায়ন এবং সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

ঘ. ওশান ক্রুজ পর্যটনের বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে সুদমুক্ত অথবা স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা।

ঙ. ওশান ক্রুজ পর্যটনে নতুন উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণের অনুমোদন দেয়া।

পরিশিষ্ট কঃ ওশান ক্রুজ পর্যটন বিকাশের জন্য সম্ভাব্য সাইট

সাইট	অনন্যতা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত	বিশ্বের বৃহত্তম অবিভক্ত বালুকাময় সৈকত
পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত	প্রশস্ত, উজ্জ্বল এবং রঙিন হাঁটার পথ
সোনাদিয়া দ্বীপ	পাখির স্বর্গ
সুন্দরবন	বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন
পারকি সৈকত	একই সাথে বঙ্গোপসাগর এবং কর্ণফুলী নদীর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করা যায়
গুলিয়াখালী সৈকত	একপাশে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, অপরদিকে কেওড়া বন
কুয়াকাটা	সাগরকন্যা
সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	সমুদ্রের অনন্য দৃশ্য সহ একমাত্র প্রবাল দ্বীপ
ছেরাদ্বীপ	সমুদ্রের নীল জলে ভাসমান কোরাল রিফ
লাবনী সৈকত	সমুদ্রের আকর্ষণীয় রঙ্গিন জলতরঙ্গ
ইনানী সৈকত	সবুজ রঙের আকর্ষণীয় প্রবাল পাথর এবং শিলার সমাহার
কটকা সমুদ্র সৈকত	প্রকৃতির কলতান, বন্য পাখি, এবং হরিণ ও কাঁকড়ার সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ
নিঝুমদ্বীপ	অনন্য ইকো-ট্যুরিস্ট স্পট এবং প্রায় পাঁচ হাজার চিত্রা হরিণের সমাহার
মহেশখালী দ্বীপ	উপকূলীয় সমুদ্র সৈকতের পাশে বনাঞ্চল এবং ম্যানগ্রোভ গাছ দিয়ে ঘেরা একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ
কুতুবদিয়া দ্বীপ	সবচেয়ে বড় বায়ু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বৈচিত্র্যের দ্বীপ, সৈকতের পাশে লবণ চাষ, বাতিঘর এবং কুতুব আউলিয়ার মাজার
ভোলা দ্বীপ	আকর্ষণীয় ঐতিহ্যবাহী মাটির হাঁড়িতে পরিবেশিত সুস্বাদু দই
সন্দ্বীপ	সন্দ্বীপ চ্যানেল দ্বারা চট্টগ্রাম উপকূল থেকে বিচ্ছিন্ন বঙ্গোপসাগরে মেঘনা নদীর মোহনা
দুবলার চর	রাশ মেলা উপলক্ষ্যের স্থান
চর কুকরিমুকরি	বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য

পরিশিষ্ট খঃ বাংলাদেশে ওশান ক্রুজ পর্যটনের জন্য উপযুক্ত কার্যক্রম

সামুদ্রিক কার্যক্রম	উপকূলীয় কার্যক্রম	অনবোর্ড সুবিধা
- স্কুবা ডাইভিং	- রক ক্লাইম্বিং	- ডাইনিং
- ইয়টিং	- রোপ ক্লাইম্বিং	- দোকান
- গ্লাস বোটম বোটিং	- বাস্কেটবল কোর্ট	- গ্রন্থাগার
- আন্ডার ওয়াটার ফিশিং	- টেনিস কোর্ট	- বাচ্চাদের খেলার জোন
- ওয়াটার স্কিইং	- জিপ লাইন	- জিম
- উইন্ড সার্ফিং	- জোর্বিং	- বুফে রেস্টুরেন্ট
- ওয়েকবোর্ডিং	- সাইক্লিং	- লাউঞ্জ
- তিমি দেখা	- বালি শিল্প	- ক্লাব
- সমুদ্রতলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উপভোগ	- মাছ ধরা	- সুইমিং পুল
- সী কায়াকিং	- লাইভ শো (ম্যাজিক, কমেডি)	- স্পা